দৈনিক
জনকণ্ঠ

2 8 APR 20 3

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে একজন নিহত ॥ ক্যাম্পাস থমথমে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ গত শনিবার রাত ৮টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের বিবদমান দু' গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে ১ জন নিহত এবং অপর ৫ জন আহত হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি সাটারগান ও ১ রাউন্ড গুলিসহ এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত বিডিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সর্বত্র থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, শনিবার দুপুরে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দু'গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতির জের ধরে রাত ৮টার দিকে ছাত্রদল সভাপতি মোমিন গ্রুপ বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে টিএসসির সামনে অবস্থানরত সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জাহান লিটন গ্রুপের কর্মীদের উপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ করে। লিটন গ্রুপের কর্মীরা পিছু হটে টিএসসির ভিতর আশ্রয় নেয় এবং পাল্টা গুলি চালায়। এতে হাফিজ (২৩) নামের বহিরাগত সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাফিজকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে সে মারা যায়। হাসপাতালে নেয়া হলেও কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর আহতদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যালে চিকিৎসা দেয়া হয়।

নিহত হাফিজ মোমিন গ্রুপের পক্ষে বন্দুকযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে বলে জানা যায়।

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৮-এর পাতার পর)

সে ইবি থানার আব্দালপুর গ্রামের ইয়াকুবের ছেলে। পুলিশ লিটন গ্রুপের ক্যাডার মাহমুদকে (লোকপ্রশাসন-৩য় বর্ষ) ১টি সাটারগান ও ১ রাউন্ড গুলিসহ ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে কোর্টে প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে ইবি থানায় একটি পুলিশবাদী মামলা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের পক্ষ থেকে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি বলে থানা কর্মকর্তা জানান।

এদিকে হাফিজের মৃত্যুর খবর জানাজানি হলে সাধারণ ছাত্র[illegible] মধ্যে [illegible] এবং [illegible] থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত বিডিআর ও দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।